সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপ হইতে পুনঃ নীলাচলে আগমন, শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কারকে নবধাভক্তিরূপে বর্ণন শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-লীলা, টোটাগোপীনাথ-মন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দের আনন্দ-ভোজন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সপার্ষদে নীলাচলে আগমনপূর্বক একটি পুষ্পোদ্যানে অবস্থান করিলেন, তথায় শ্রীগৌরসুন্দর একাকী শ্রীনিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া "গৃহ্ণীয়াৎ যবনীপাণিং" শ্লোকের দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণাদি করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দও শ্রীগৌরমুখচন্দ্র-দর্শনে প্রেমানন্দ প্রকটিত করিলেন। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের পরস্পর প্রেম-সম্ভাষণে মহা-আনন্দ-প্রস্রবণ উচ্ছলিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দের স্তুতি করিয়া বলিলেন যে, নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে যে সকল স্বর্ণ, মুক্তা, হীরক, রৌপ্য, রুদ্রাক্ষাদি বিরাজিত, তাহা নবধা ভক্তিস্বরূপ। শ্রীনিত্যানন্দ অবরকুলকেও মুনি-যোগেশ্বরাদি বাঞ্ছিত সুদুর্লভ প্রেমভক্তি দান করিয়াছেন, নিত্যানন্দ সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র কৃষ্ণকেও বিক্রয় করিতে সমর্থ। নিত্যানন্দ মূর্তিমান কৃষ্ণরসাবতার; নিত্যানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণবিলাস-সদন। শ্রীনিত্যানন্দও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি নিজ-প্রপত্তি জানাইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,---নবধা ভক্তিই শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার-রূপে বিদ্যমান। যেমন সাধারণ লোকসমূহ শ্রীশঙ্করের নিজ মস্তকে সর্পভূষণ ধারণ করিবার কারণ না জানিয়া তাঁহাকে অন্যরূপ কল্পনা বা ধারণা করে, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কারাদি ধারণ দেখিয়াও অক্ষয়-জ্ঞানদৃপ্ত ব্যক্তিসকল নিত্যানন্দ-চরণে অপরাধী হয়। শ্রীশঙ্কর,---শ্রীসঙ্কর্ষণ বা শ্রীঅনন্তের ভৃত্য; নিজাভীষ্টের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন সেই শ্রীঅনন্তদেবকে শঙ্কর সর্বদা মস্তকে ধারণ করেন, শ্রীনিত্যানন্দও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতির জন্য নবধাভক্তিকে অলঙ্কাররূপে শ্রীঅঙ্গে ধারণ করিয়া থাকেন। সুকৃতি ব্যক্তি এই সকল মর্ম বুঝিতে পারিয়া আনন্দপ্রাপ্ত হন এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে সেবাবৃত্তি লাভ করেন, দুষ্কৃতি ব্যক্তি অক্ষজ-জ্ঞানে প্রতারিত হইয়া বিনষ্ট হয়। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীনিত্যানন্দগোষ্ঠী---শ্রীব্রজের শ্রীবলদেব ও বলদেবসখাবৃন্দ। শ্রীনিত্যানন্দের সর্বাঙ্গে নন্দগোষ্ঠী-ভক্তি অলঙ্কারাদিরূপে বিরাজিত। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের নিভৃতে পুষ্পোদ্যানে উপবেশন করিয়া পরস্পর রহঃকথা-আলাপ এবং শ্রীউদ্ধবাদি বাঞ্ছিত গোকুলভাবের সুদুর্লভত্ব-কথন। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরচন্দ্রের আনন্দ-কন্দলের মর্ম না বুঝিয়া এক ঈশ্বরের পক্ষ গ্রহণপূর্বক অপর ঈশ্বরের নিন্দায় ভীষণ অপরাধ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই সর্বেশ্বরেশ্বরত্ব কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক নিজ স্থানে আগমন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ জগন্নাথ দর্শনে গমন পূর্বক মহাভাবলীলা প্রকট করিলেন এবং তথা হইতে টোটায় শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গদাধর ভবনে গোপীনাথ বিগ্রহ বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহার এমন মোহনমূর্তি যে, তাহা দেখিয়া পাষণ্ডের হৃদয়ও বিগলিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং সেই বিগ্রহকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলেন। স্বভবনে শ্রীনিত্যানন্দের আগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীগদাধর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীনিত্যানন্দ সমীপে গমন করিলেন। উভয়ের সাক্ষাতে পরস্পর সম্ভাষণ ও পরস্পরের প্রশস্তি-প্রবাহ উদ্বেলিত হইল। পরস্পরই পরস্পরের অপ্রিয়কে সম্ভাষণ করেন না। গদাধরের সঙ্কল্প এই যে, তিনি নিত্যানন্দ-নিন্দকের মুখ কখনও দর্শন

করেন না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীগদাধর-পণ্ডিত নিজগৃহে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়দেশ হইতে দেবভোগ্য যে সূক্ষ্ম তণ্ডুল আনিয়াছেন, তাহা গোপীনাথের ভোগার্থ গদাধর পণ্ডিতের সম্মুখে প্রদান করিলেন এবং তৎসঙ্গে গোপীনাথের জন্য একখানি সুন্দর রঙ্গিন বস্ত্রও প্রদান করিলেন। গদাধর শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে সেই রঙ্গিন বস্ত্র পরাইয়া দিলেন, নিত্যানন্দপ্রভুদত্ত তণ্ডুলের দ্বারা অন্ন এবং টোটা হইতে শাকাদি চয়নপূর্বক শাক-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া গোপীনাথকে ভোগ লাগাইলেন। এমন সময় শ্রীগৌর-সুন্দরও গদাধর-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গদাধরকে বলিলেন যে, নিত্যানন্দের দ্রব্য, গদাধরের রন্ধন ও গোপীনাথের প্রসাদে মহাপ্রভুর অবশ্যই ভাগ আছে। মহাপ্রভুর কৃপাবাক্য-শ্রবণে গদাধর অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং গোপীনাথের প্রসাদ-পাত্র মহাপ্রভুর অগ্রে ধরিলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের প্রদত্ত তণ্ডুলের প্রীতিতে ভোজন করিতে বসিয়া গদাধরের পাকের প্রশংসা করিতে করিতে গোপীনাথের প্রসাদ-ভোজন-লীলা প্রকাশ করিলেন। নানাপ্রকার হাস্যপরিহাস করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দর, নিত্যানন্দ ও গদাধর প্রসাদ-সেবন-লীলা সমাপন করিলেন। ভক্তগণ প্রভুত্রয়ের অবশেষপাত্র লুণ্ঠন করিলেন। উপসংহারে ঠাকুর বৃন্দাবন গদাধরমন্দিরে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভোজনলীলা শ্রবণ ও পাঠের ফলে ভক্তিলাভ এবং নীলাচলে গৌর, গদাধর ও নিত্যানন্দের একত্র অবস্থানের বিষয় কীর্তন করিয়াছেন। (গৌঃ ভাঃ)

মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ।।১।।
জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রিয়ধাম।
জয় গদাধর-শ্রীজগদানন্দ-প্রাণ।।২।।
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।
জয় শ্রীদামোদরস্বরূপের প্রাণধন।।৩।।
জয় বক্রেশ্বর পণ্ডিতের প্রিয়কারী।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মনোহারী।।৪।।
জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু, শুভদৃষ্টিপাত।।৫।।

নিত্যানন্দ-সঙ্গিগণের কৃষ্ণ নৃত্য-গীতই ভজন—

হেনমতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ-পুরে।
বিহরেন প্রেমভক্তি-আনন্দসাগরে।।৬।।
নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন কীর্তন।
কৃষ্ণ-নৃত্য-গীত হৈল সবার ভজন।।৭।।
গোপশিশুগণ-সঙ্গে প্রতি-ঘরে ঘরে।
যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুল-নগরে।।৮।।
সেইমত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি'।
কীর্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী।।৯।।
ইচ্ছাময় নিত্যানন্দচন্দ্র ভগবান্।
গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান।।১০।।

শচীমাতার নিকট হইতে
বিদায় গ্রহণ—

আই-স্থানে হইলেন সন্তোষে বিদায়।
নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য-ইচ্ছায়।।১১।।
পরম-বিহ্বল পারিষদ-সব-সঙ্গে।
আইলেন শ্রীচৈতন্য-নাম-গুণ রঙ্গে।।১২।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীসেবা-বিগ্রহ—শ্রীবলদেবপ্রভু দশপ্রকার বিগ্রহধারণ পূর্বক সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সর্বতোভাবে ভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রেমপ্রচার লীলার সেবা করেন; তজ্জন্য তিনি—শ্রীগৌরসেবাবিগ্রহ।।১।।

গোবিন্দ ভগবান্ গৌরসুন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ-সেবা করিতেন। তজ্জন্য তিনি দ্বারপাল।।৫।।

হুঙ্কার, গর্জন, নৃত্য, আনন্দ-ক্রন্দন।
নিরবধি করে সব পারিষদগণ।।১৩।।

সপার্ষদ নিত্যানন্দের নীলাচলে আগমন, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামে হুঙ্কার, ভাবাবেশ এবং পুষ্পোদ্যানে অবস্থিতি—

এইমত সর্বপথ প্রেমানন্দ-রসে।
আইলেন নীলাচলে কতেক দিবসে।।১৪।।
কমলপুরেতে আসি' প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্ছিত হইয়া।।১৫।।
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি' করেন হুঙ্কার।।১৬।।
আসিয়া রহিলা এক পুষ্পের উদ্যানে।
কে বুঝে তাঁহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে।।১৭।।

একেশ্বর গৌরচন্দ্রের নিত্যানন্দ-সমীপে আগমন—

নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গৌরচন্দ্র।
একেশ্বর আইলেন ছাড়ি' ভক্তবৃন্দ।।১৮।।
ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ।
সেই স্থানে বিজয় করিলা গৌরচন্দ্র।।১৯।।

প্রভুর নিত্যানন্দ-প্রদক্ষিণ ও নিজকৃত শ্লোক স্তুতি—

প্রভু আসি' দেখে– নিত্যানন্দ ধ্যানপর।
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর।।২০।।
শ্লোকবন্ধে নিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণিয়া।
প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া।।২১।।
শ্রীমুখের শ্লোক শুন—নিত্যানন্দ-স্তুতি।
যে শ্লোক শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি।।২২।।

তথাহি—

গৃহ্লীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্।।২৩।।

''মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য''—বলে গৌরচন্দ্র।।২৪।।
এই শ্লোক পড়ি' প্রভু প্রেমবৃষ্টি করি'।
নিত্যানন্দ প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি।।২৫।।

মহাপ্রভুর সন্দর্শনে নিত্যানন্দের প্রেমানন্দ ও ভাবাবেশ—

নিত্যানন্দস্বরূপো জানিঞা সেইক্ষণে।
উঠিলেন 'হরি' বলি' পরম সম্ভ্রমে।।২৬।।
দেখি' নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন।
কি আনন্দ হৈল, তাহা না যায় বর্ণন।।২৭।।
'হরি' বলি' সিংহনাদ লাগিলা করিতে।
প্রেমানন্দে আছাড় পড়েন পৃথিবীতে।।২৮।।

চৈতন্য ও নিত্যানন্দের পরস্পর প্রেম-সম্ভাষণ—

দুইজন প্রদক্ষিণ করে দুহাঁকারে।
দুহেঁ দণ্ডবত হই পড়েন দুহাঁরে।।২৯।।
ক্ষণে দুই প্রভু করে প্রেম-আলিঙ্গন।
ক্ষণে গলা ধরি' করে আনন্দ-ক্রন্দন।।৩০।।
ক্ষণে পরানন্দে গড়ি' যায় দুই জন।
মহামত্ত সিংহ জিনি' দুহাঁর গর্জন।।৩১।।
কি অদ্ভুত প্রীতি সে করেন দুইজনে।
পূর্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।।৩২।।
দুই জনে শ্লোক পড়ি' বর্ণেন দুহাঁরে।
দুহাঁরেই দুহেঁ যোড়হস্তে নমস্করে।।৩৩।।
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্ছা, পুলক, বৈবর্ণ্য।
কৃষ্ণভক্তি-বিকারের যত আছে মর্ম।।৩৪।।
ইহা বই দুই শ্রীবিগ্রহে আর নাই।
সবে করে করায়েন চৈতন্য-গোসাঞি।।৩৫।।
কি অদ্ভুত প্রেমভক্তি হইল প্রকাশ।
নয়ন ভরিয়া দেখে যে একান্তদাস।।৩৬।।

অন্বয় ও অনুবাদ অন্ত্য ষষ্ঠ অধ্যায় ১২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।২৩।।

মদ্যপান করিলে মানবের হিতাহিত-বুদ্ধি লোপ পায়। পাপপ্রসক্ত জনগণ মাদকদ্রব্য সেবা করিয়া আত্ম-গ্লানি আনয়ন করে। আচার-রহিত যবনীর সঙ্গ সর্বাপেক্ষা পাপজনক। ব্রহ্মা সকল দেবতার আদি পুরুষ ও পূজ্য। অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যেমন একদিকে অত্যন্ত অধোগত, অপরদিকে বিরিঞ্চিও তদ্রূপ সর্বপূজ্য। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরু-বৈষ্ণব এতাদৃশ সর্বজনপূজ্য যে, তাঁহারা মায়া-প্রতারিত লৌকিক-বাহ্যদর্শনে অত্যন্ত প্রায়শ্চিত্তার্হ কার্যে রত দৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বলোকমান্যত্ব নিত্য বর্তমান। আপাত-লোকদর্শনে তাঁহাদিগকে পাপ-কলুষিত জ্ঞান করা মহাপরাধজনক।।২৪।।

গৌরহরির নিত্যানন্দ-স্তুতি—

তবে কতক্ষণে প্রভু যোড়হস্ত করি'।
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি।।৩৭।।
"নাম-রূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি—ঈশ্বর অনন্ত।।৩৮।।

নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার ভক্তি-যোগাবতার-স্বরূপ—

যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ-অবতার।।৩৯।।

নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের স্বর্ণ-মুক্তাদি নববিধা সামগ্রী নবধাভক্তি-স্বরূপ—

স্বর্ণ-মুক্তা-হীরা-কসা-রুদ্রাক্ষাদি রূপে।
নববিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ-সুখে।।৪০।।
নীচজাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা' হৈতে হৈল এবে সবার মোচন।।৪১।।

অবরকুলেও নিত্যানন্দ-কর্তৃক মুনিযোগেশ্বরাদি বাঞ্ছিত ভক্তি বিতরণ—

যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্-সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর-সিদ্ধ-মুনি-যোগেশ্বরে।।৪২।।

নিত্যানন্দ স্বতন্ত্র কৃষ্ণকেও বিক্রয় করিতে সমর্থ—

'স্বতন্ত্র' করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয়।।৪৩।।

মূর্তিমন্ত কৃষ্ণরসাবতার নিত্যানন্দ—

তোমার মহিমা জানিবারে শক্তি কা'র।
মূর্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার।।৪৪।।
বাহ্য নাহি জান' তুমি সংকীর্তন সুখে।
অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে।।৪৫।।

নিত্যানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণবিলাস-সদন—

কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ-বিলাসের ঘর।।৪৬।।
অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ কভু না ছাড়িবে তারে।।"৪৭।।
তবে কতক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয়।
বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয়।।৪৮।।

নিত্যানন্দের গৌর-প্রপত্তি, মহাপ্রভুর প্রতি নিত্যানন্দ—

"প্রভু হই' তুমি যে আমারে কর' স্তুতি।
এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি।।৪৯।।

একান্তদাস----যাঁহাদের অন্যবুদ্ধি নাই এবং কখনও হয়ও না, তাঁহারাই একান্তদাস। আংশিক-দর্শনে বণিগ্‌বৃত্তির আশ্রয়ে অনেকে নিত্য-প্রভুদাস-সম্বন্ধের বিরোধ আচরণ করে; তাহাদের ঐকান্তিকদাস্য অল্পই। ঐ তাৎকালিক দাসত্ব-ছলনা কাপট্যের লক্ষণ; কেবলা ভক্তির লক্ষণ নহে। সেবা-বিমুখ জীবের নিজ-কামনা যেকাল পর্যন্ত থাকে, সেকাল পর্যন্ত অনৈকান্তিকদিগের নিত্য দাস্যভাবের নমুনা দেখা যায়। কিন্তু যে মূহূর্তে তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘাত হয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রভু সাজিয়া স্বীয় প্রভুর প্রতি অত্যাচার অবিচার করে।।৩৬।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু----অনন্ত, ঈশ্বর ও সর্ব-বৈষ্ণবের আকর। তাঁহার নাম, রূপ, সাক্ষাৎ মূর্তিমান্। অল্পকালস্থায়ী মায়িক নাম, রূপ বশ্যবস্তুতে অবস্থিত।।৩৮।।

তথ্য। (১) পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণাত্মকো নিত্যানন্দৈকরূপঃ।। (গোপাল তাঃ উঃ ১।৪৪)। (২) নিত্যানন্দমখণ্ডৈকরসং অদ্বিতীয়ং। নিরালম্ব। (শ্রুতি)।।১।। (৩) স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম-ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্। (মুণ্ডক ৩।২।১) (অস্যার্থঃ) 'স' ---বেদজ্ঞপুরুষঃ, 'এতৎ'---অনন্তদেবং, পরমং ব্রহ্মধাম---শ্রীগোলোকপরব্যোমাদিনাম্ আশ্রয়ভূতং, সন্ধিনীশক্তিমত্তত্ত্ববিগ্রহং; 'বেদ' জানাতি। 'যত্র'---অনন্তে 'বিশ্বং'---চিদচিৎব্রহ্মাণ্ডনিচয়ং, 'নিহিতং'---সুপ্রতিষ্ঠিতম্। কিঞ্চ যঃ 'শুভ্রং'---বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকং, 'ভাতি' শোভতে। (৪) সহস্রপত্র-কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্। তৎকর্ণিকারং-তদ্ধামং তদনন্তাংশসম্ভবম্। ব্রঃ সং ৫।২।।৩৮।।

কসা---কসিত বা খচিত।।৪০।।

শ্রীগুরুদেব শিষ্যের কর্মফলবাস নীচযোনির কলঙ্ক বিদূরিত করেন। তাহার কুপাণ্ডিত্য ও অধমত্ব হইতে মুক্ত করেন; তাহাকে পতিত, অধম ও নীচজাতি রাখিয়া নিজে পবিত্র ও উত্তম শ্রেষ্ঠ জাতি হইয়া বসিয়া থাকেন না। নিত্যানন্দপ্রভু জীবকুলকে জাতিগত উচ্চাবচত্ব ও পাপপুণ্য হইতে আত্মজ্ঞান-দানপূর্বক মুক্ত করেন।।৪১।।

প্রদক্ষিণ কর, কিবা কর নমস্কার।
কিবা মার, কিবা রাখ, যে ইচ্ছা তোমার।।৫০।।
কোন্ বা বক্তব্য প্রভু, আছে তোমা'-স্থানে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে।।৫১।।
মন প্রাণ সবার ঈশ্বর প্রভু, তুমি।
তুমি যে করাহ, সেইরূপ করি আমি।।৫২।।
আপনেই মোরে তুমি দণ্ড ধরাইলা।
আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা।।৫৩।।
তাড়, খাড়ু, বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, ছান্দ-দড়ি।
ইহা ধরিলাঙ আমি মুনিধর্ম ছাড়ি'।।৫৪।।
আচার্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সবারেই দিলা তপ-ভক্তি-আচরণ।।৫৫।।
মুনিধর্ম ছাড়াইয়া যে কৈলে আমারে।
ব্যবহারি-জনে সে সকলে হাস্য করে।।৫৬।।
তোমার নর্তক আমি, নাচাও যেরূপে।
সেইরূপ নাচি আমি তোমার কৌতুকে।।৫৭।।
নিগ্রহ কি অনুগ্রহ—তুমি সে প্রমাণ।
বৃক্ষদ্বারে কর তুমি তোমার সে নাম।।"৫৮।।

নবধা ভক্তিই নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার-স্বরূপ—

প্রভু বলে,—"তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নববিধা ভক্তি বই কিছু নহে আর।।৫৯।।
শ্রবণকীর্তন-স্মরণাদি নমস্কার।
এই সে তোমার সর্বকাল অলঙ্কার।।৬০।।

শ্রীসঙ্কর্ষণ-ভৃত্য শ্রীশঙ্করের মস্তকে সর্পভূষণ ধারণ করিবার কারণ যেরূপ ব্যবহারিক লোকের অগম্য, তদ্রূপ নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কারধারণের মর্মও অক্ষয় জ্ঞানদৃপ্ত লোকের দুরধিগম্য—

নাগ-বিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি সর্বজনে বুঝিবারে পারে।।৬১।।
পরমার্থে মহাদেব—অনন্ত-জীবন।
নাগ-ছলে অনন্ত ধরেন সর্বক্ষণ।।৬২।।
না বুঝিয়া নিন্দে' তান চরিত্র অগাধ।
যতেক নিন্দয়ে তা'র হয় কার্য-বাধ।।৬৩।।
মুঞি ত' তোমার অঙ্গে ভক্তি-রস বিনে।
অন্য নাহি দেখোঁ প্রভু কায়-বাক্য-মনে।।৬৪।।
নন্দগোষ্ঠি-রসে তুমি বৃন্দাবন-সুখে।
ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন কৌতুকে।।৬৫।।

সামাজিক-দৃষ্টিতে হীন বলিয়া পরিগণিত অবর-বৈশ্য সৌভাগ্যবন্ত সুবর্ণবণিক্‌কুলে উৎপন্ন ব্যক্তিকে যে সেবাপ্রবৃত্তি দিয়াছ, তাহা বহির্জগতের ভোগমুক্ত দেবতা, সিদ্ধ ও ঋষিসকলও প্রার্থনা করেন। কিন্তু যাহারা উক্ত বণিককুলে উৎপন্ন হইয়া ভগবদ্‌ভক্ত ও ভগবদ্ভক্তির বিদ্বেষপূর্বক শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অপরাধ করিয়া তাহাদের ভক্তি হইল বলিয়া মনে করে, তাহাদের ভক্তির অভাব জানিতে হইবে। তাহারা নিত্যানন্দাভিন্ন গুরুদেবের কৃপা-লাভে অনধিকারী।।৪২।।

পরমেশ্বর বস্তু পরতন্ত্র নহেন; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণসেবা করিয়া তাঁহার অধিকার লাভ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনিত্যানন্দেরই সম্পত্তিবিশেষ।।৪৩।।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—মূর্তিমান্ কৃষ্ণরসের অবতার। আশ্রয়বিগ্রহরূপে তিনি পাঁচপ্রকার কৃষ্ণরস সম্বর্ধন করেন।৪৪।।

শ্রীনিত্যানন্দের কলেবর—কৃষ্ণবিলাসের আধার।।৪৬।।

ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্যের সেবা করিতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দণ্ডধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে সেই দণ্ড পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন। কৃষ্ণসেবা করিতে গিয়া যে সকল উপকরণ আবশ্যক, তাহা গ্রহণ করিয়া তাপসের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।।৫৪।।

নিত্যানন্দ বলিলেন—তুমিই কেবল নিগ্রহ-অনুগ্রহ করিবার অধিকারী। কেবল মনুষ্য নহে, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি অবর-সর্গসমূহও ভগবৎসেবা-লাভে তোমার কৃপায় যোগ্যতা লাভ করে। কৃষ্ণনাম কীর্তিত হইলে সঙ্কুচিতচেতন আধারসমূহও ফললাভ করে।।৫৮।।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন—তিনি নিত্যানন্দের অঙ্গে ভক্তিরস ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পান না। নববিধা ভক্তিই তাঁহার অলঙ্কারস্বরূপ। শ্রীনিত্যানন্দের কায়মনোবাক্য সর্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই গৌরসুন্দরের দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হয় না।।৬৪।।

সুকৃতি-ব্যক্তির দর্শন ও লাভ—

ইহা দেখি' যে সুকৃতি চিত্তে পায় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবে কৃষ্ণের শ্রীমুখ।।৬৬।।

নিত্যানন্দ ও নিত্যানন্দ-ভৃত্যগণ ব্রজের নিত্যসিদ্ধ পরিকর—

বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, গুঞ্জাহার, মাল্য, গন্ধ।
সর্বকাল এইরূপ তোমার শ্রীঅঙ্গ।।৬৭।।
যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম-সুদাম-প্রায় লয় মোর মতি।।৬৮।।
বৃন্দাবন-ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে—লয় মোর মন।।৬৯।।

নিত্যানন্দের সর্বাঙ্গে নন্দগোষ্ঠী-ভক্তি—

সেই ভাব, সেই কান্তি, সেই সব শক্তি।
সর্ব দেহে দেখি সেই নন্দ-গোষ্ঠি-ভক্তি।।৭০।।
এতেকে যে তোমারে, তোমার সেবকেরে।
প্রীতি করে, সত্য সত্য সে করে আমারে।।''৭১।।
স্বানুভাবানন্দে দুই—মুকুন্দ, অনন্ত।
কিরূপে কি কহে কে জানিব তা'র অন্ত।।৭২।।

পুষ্পোপবনে উপবেশন, পরস্পর গুহ্যালাপ—

কতক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া।।৭৩।।
ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা।
বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানেন সর্বথা।।৭৪।।
নিত্যানন্দে চৈতন্যে যখনে দেখা হয়।
প্রায় আর কেহ নাহি থাকে সে সময়।।৭৫।।
কি করেন আনন্দ-বিগ্রহ দুইজন।
চৈতন্য-ইচ্ছায় কেহ না থাকে তখন।।৭৬।।
নিত্যানন্দস্বরূপও প্রভু-ইচ্ছা জানি'।
একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যাসিমণি।।৭৭।।
আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত।
এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দ-তত্ত্ব।।৭৮।।
সুকোমল দুর্বিজ্ঞেয় ঈশ্বর-হৃদয়।
বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মা, শিব সব এই কয়।।৭৯।।
না বুঝি', না জানি' মাত্র সবে গায় গাথা।
লক্ষ্মীরো এই সে বাক্য, অন্যের কি কথা।।৮০।।
এই মত ভাবরঙ্গে চৈতন্যগোসাঞি।
এই কথা না কহেন একজন-ঠাঞি।।৮১।।
হেন সে তাঁহার রঙ্গ,—সবেই মানেন।
''আমার অধিক প্রীত কা'রো না বাসেন।।৮২।।
আমারে সে কহেন সকল গোপ্য কথা।
'মুনিধর্ম করি' কৃষ্ণ ভজিবে সর্ব্বথা।।৮৩।।
বেত্র, বংশী, বর্হা, গুঞ্জামালা, ছাঁদ-দড়ি।
ইহা বা ধরেন কেনে মুঞিধর্ম ছাড়ি'।।৮৪।।
কেহ বলে,—''ভক্তনাম যতেক প্রকার।
বৃন্দাবনে গোপ-ক্রীড়া—অধিক সবার।।৮৫।।
গোপ-গোপী-ভক্তি—সব তপস্যার ফল।
যাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা, শিব ঈশ্বর-সকল।।৮৬।।

শ্রীউদ্ধবাদি-বাঞ্ছিত গোকুল-ভাবের সুদুর্লভত্ব—

অতি কৃপা-পাত্র সে গোকুলভাব পায়।
যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু শ্রীউদ্ধবরায়।।৮৭।।

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের আত্মীয়স্বজন-সূত্রে যে রস বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান, নিত্যানন্দ সেই সকল রস অলঙ্কারস্বরূপে ধারণ করিয়াছেন। 'নন্দগোষ্ঠী' শব্দে—বিভিন্নরসের ব্রজবাসিগণ।।৬৫।।

তথ্য। ব্রজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ।। (উত্তররামচরিত ৩।২৩) ।।৭৯।।

বর্হা—ময়ূরপুচ্ছ।

ছাঁদ-দড়ি—বা ছাঁদন দড়ি, দুগ্ধ দোহনকালে গাভীর পদবন্ধন-রজ্জু।।৮৪।।

যতপ্রকার ভক্ত ও ভক্তির সম্ভাবনা আছে, অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত অধিবাসিগণের কার্য-কলাপে সেই সকল বিষয়ের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়।।৮৫।।

তথাহি (ভাঃ ১০।৪৭।৬৩)—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।।৮৮।।

এইমত যে বৈষ্ণব করেন বিচার।
সর্বত্র শ্রীগৌরচন্দ্র করেন স্বীকার।।৮৯।।

অন্যোঽন্যে বাজায়েন ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
হেন রঙ্গী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।।৯০।।

নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্রের আনন্দ-কন্দলের মর্ম না বুঝিয়া কাহারও পক্ষ গ্রহণপূর্বক অপর-ঈশ্বরের নিন্দায় ভীষণ অপরাধ—

কৃষ্ণের কৃপায় সবে আনন্দে বিহ্বল।
কখনো কখনো বাজে আনন্দ-কন্দল।।৯১।।

ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া।
অন্য ঈশ্বরেরে নিন্দে, সে-ই অভাগিয়া।।৯২।।

ভক্তগণ ঈশ্বরের অভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—

ঈশ্বরের অভিন্ন—সকল ভক্তগণ।
দেহের যে হেন বাহু, অঙ্গুলি চরণ।।৯৩।।

তথাহি (ভাঃ ৪।৭।৫৩)—

যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরঃ।।৯৪।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই সর্বেশ্বরেশ্বর—

তথাপিহ সর্ব-বৈষ্ণবের এই কথা।
সবার ঈশ্বর—কৃষ্ণচৈতন্য সর্বথা।।৯৫।।

নিয়ন্তা পালক স্রষ্টা দুর্বিজ্ঞেয় তত্ত্ব।
সবে মিলি' এই মাত্র গায়েন মহত্ত্ব।।৯৬।।

আবির্ভাব হইতেছে যে সব শরীরে।
তাঁ' সবার অনুগ্রহে ভক্তি-ফল ধরে।।৯৭।।

সর্বজ্ঞতা সর্বশক্তি দিয়াও আপনে।
অপরাধে শাস্তিও করেন ভাল-মনে।।৯৮।।

ইতিমধ্যে বিশেষ আছয়ে দুই প্রতি।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতেরে না ছাড়েন স্তুতি।।৯৯।।

কোটি অলৌকিকো যদি এ দুই করেন।
তথাপিহ গৌরচন্দ্র কিছু না বলেন।।১০০।।

এইমত কতক্ষণে পরানন্দ করি'।
অবধূতচন্দ্র-সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।১০১।।

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজবাস স্থানে প্রত্যাবর্তন—

তবে নিত্যানন্দ-স্থানে হইয়া বিদায়।
বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়।।১০২।।

নিত্যানন্দের জগন্নাথ-দর্শন ও মহাভাব-লীলা—

নিত্যানন্দস্বরূপো পরম-হর্ষ-মনে।
আনন্দে চলিলা জগন্নাথ-দরশনে।।১০৩।।

তথ্য। ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন। মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।। (ভাঃ ১০।১২।১১) হঃ ভঃ কল্পলতিকা ২।১৬-১৮ দ্রষ্টব্য।।৮৬।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৪৭।৬১।।৮৭।।

অন্বয়। (অহং) নন্দব্রজ-স্ত্রীণাং (নন্দব্রজস্থানাং গোপীনাং) পাদরেণুং (চরণরজঃ) অভীক্ষ্ণশঃ (নিরন্তরং) বন্দে (প্রণমামি) যাসাং (নন্দব্রজস্ত্রীণাং) হরিকথোদগীতং (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-গানং) ভুবনত্রয়ং পুনাতি (পবিত্রীকরোতি)।।৮৮।।

অনুবাদ। আমি নন্দব্রজস্থিত তাদৃশ গোপীগণের চরণরেণুর নিরন্তর বন্দনা করি, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গানদ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র হইয়া থাকে।।৮৮।।

ভগবানের একত্বনিবন্ধন অপর ভক্তপ্রমুখ অধিষ্ঠানসমূহ সকলেই তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষ; কেহই স্বতন্ত্র নহেন। পরন্তু ভগবানের মায়াশক্তি প্রভাবে বিক্ষিপ্ত ও আবৃত্ত হইয়া যে পৃথগ্ বুদ্ধি, তাহা সুষ্ঠুদর্শনে অপসারিত হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য অঙ্গীর সহিত একতাৎপর্যপর হইলেই পৃথগ্বুদ্ধি থাকে না—কিন্তু বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যপ্রসূত বিভিন্ন কার্য-কলাপ একই বস্তুতে সম্পাদিত হয়। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎসেবোন্মুখ। তাঁহাদের ভগবদিতর প্রতীতির অভাববশতঃ ভোগপ্রবৃত্তি নাই।।৯৩।।

অন্বয়। যথা (কশ্চিৎ অপি) পুমান্ শিরঃপাণ্যাদিষু স্বাঙ্গেষু ক্বচিৎ পারক্যবুদ্ধিং (স্বভেদবুদ্ধিং) ন কুরুতে, এবং মৎপরঃ (বিদ্বান্) ভূতেষু (সর্বভূতেষু) (ভেদবুদ্ধিং ন কুরুতে)।।৯৪।।

নিত্যানন্দ-চৈতন্যে যে হৈল দরশন।
ইহার শ্রবণে সর্ব-বন্ধ-বিমোচন।।১০৪।।
জগন্নাথ দেখি' মাত্র নিত্যানন্দরায়।
আনন্দে বিহ্বল হই' গড়াগড়ি যায়।।১০৫।।
আছাড় পড়েন প্রভু প্রস্তর-উপরে।
শত জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে।।১০৬।।
জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, সুদর্শন।
সবা' দেখি' নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন।।১০৭।।
সবার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিঞা।
পুনঃ পুনঃ দেন সবে প্রভাব জানিঞা।।১০৮।।
নিত্যানন্দ দেখি', যত জগন্নাথ-দাস।
সবার জন্মিল অতি-পরম-উল্লাস।।১০৯।।
যে জন না চিনে, সে জিজ্ঞাসে কা'রো ঠাঞি।
সবে কহে,—"এই কৃষ্ণচৈতন্যের ভাই।।"১১০।।
নিত্যানন্দস্বরূপো সবারে করি' কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে।।১১১।।
তবে জগন্নাথ হেরি' হর্ষ সর্ব-গণে।
আনন্দে চলিলা গদাধর-দরশনে।।১১২।।

গদাধর-গৃহে নিত্যানন্দ—

নিত্যানন্দ-গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে।
তাহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বরে সে ধরে।।১১৩।।

গদাধর-ভবনস্থ পরম-মোহন শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহকে শ্রীচৈতন্যদেবের ক্রোড়ে ধারণ—

গদাধর-ভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন, যে হেন নন্দ-কুমার সাক্ষাত।।১১৪।।
আপনে চৈতন্য তা'নে করিয়াছেন কোলে।
অতি পাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি' ভুলে।।১১৫।।
দেখি' শ্রীমুরলী-মুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্রুর নাহি সীমা।।১১৬।।

স্বীয় ভবনে নিত্যানন্দের বিজয়-শ্রবণে গদাধরের ভাগবত - পাঠ - পরিত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দ-সমীপে আগমন—

নিত্যানন্দ-বিজয় জানিঞা গদাধর।
ভাগবত-পাঠ ছাড়ি' আইলা সত্বর।।১১৭।।
দুহেঁ মাত্র দেখিয়া দুহাঁর শ্রীবদন।
গলা ধরি' লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।।১১৮।।

সাক্ষাতে পরস্পর সম্ভাষণ—

অন্যোহন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার।
অন্যোহন্যে দোঁহে বলে মহিমা দুঁহার।।১১৯।
দোঁহে বলে,—"আজি হৈল লোচন নির্মল"।
দোঁহে বলে,—"আজি হৈল জীবন সফল"।।১২০।।
বাহ্য জ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে।
দুই প্রভু ভাসে ভক্তির-আনন্দ-সাগরে।।১২১।।
হেন সে হইল প্রেম-ভক্তি প্রকাশ।
দেখি' চতুর্দিকে পড়ি' কান্দে সর্ব দাস।।১২২।।
কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ-গদাধরে।
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে।।১২৩।।

গদাধরের সঙ্কল্প—নিত্যানন্দ নিন্দকের মুখ অদৃশ্য—

গদাধরদেবের সংকল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ-নিন্দকের না দেখেন মুখ।।১২৪।।
নিত্যানন্দস্বরূপেরে প্রীতি যা'র নাঞি।
দেখাও না দেন তা'রে পণ্ডিতগোসাঞি।।১২৫।।
তবে দুই-প্রভু স্থির হই' একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল-সংকীর্তনে।।১২৬।।

অনুবাদ। যেরূপ কোনও পুরুষ মস্তক ও হস্তাদি নিজ-অঙ্গসকলকে কখনও পরকীয় বলিয়া বুদ্ধি করে না, তদ্রূপ আমার অনুরক্ত ব্যক্তিও ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতা ও জীবনিচয়কে আমা হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন না অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ আমাতেই ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সকল দেবতা ও জীবনিচয় অবস্থান করিতেছেন।।৯৪।।

তথ্য। উৎপত্তিস্থিতি সংহারা নিয়তিজ্ঞানমাকৃতিঃ। বন্ধমোক্ষৌ চ পুরুষাদ্ যস্মাৎ স হরিরেকরাট্।। মাধবভাষ্য ১।১।২ ধৃত স্কন্দবাক্য এবং মাধবভাষ্য ২।৩।১৩ ; ২।৪।২১; ৩।২।২২ দ্রষ্টব্য এবং ভাঃ ১০।১৬।৪৯, ১০।৫৭।১৫; ১০।৬৩।৪৪ দ্রষ্টব্য।।৯৬।।

গদাধর-গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের আনন্দ-ভোজন—

তবে গদাধরদেব নিত্যানন্দ-প্রতি।
নিমন্ত্রণ করিলেন—"আজি ভিক্ষা ইথি'।।"১২৭।।

নিত্যানন্দের গৌড়দেশ হইতে আনিত তণ্ডুল গোপীনাথের ভোগার্থে প্রদান—

নিত্যানন্দ গদাধর-ভিক্ষার কারণে।
এক মান চাউল আনিঞাছেন যতনে।।১২৮।।
অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেবযোগ্য সর্বমতে।
গোপীনাথ লাগি' আনিঞাছে গৌড় হৈতে।।১২৯।।
আর একখানি বস্ত্র—রঙ্গিন সুন্দর।
দুই আনি' দিলা গদাধরের গোচর।।১৩০।।
"গদাধর, এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন।
শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন।।"১৩১।।
তণ্ডুল দেখিয়া হাসে' পণ্ডিতগোসাঞি।
"নয়নে ত' এমত তণ্ডুল দেখি নাঞি।।১৩২।।
এ তণ্ডুল গোসাঞি, কি বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
যত্নে আনিঞাছেন গোপীনাথের লাগিয়া।।১৩৩।।
লক্ষ্মীমাত্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন।
কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা, তবে ভক্তগণ।।"১৩৪।।
আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসেন গদাধর।
বস্ত্র লই' গেলা গোপীনাথের গোচর।।১৩৫।।
দিব্য-রঙ্গ-বস্ত্র-গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে।
দিলেন, দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে।।১৩৬।।

গদাধরের রন্ধন-কার্য ও টোটা হইতে শাক-চয়ন—

তবে রন্ধনের কার্য করিতে লাগিলা।
আপনে টোটার শাক তুলিতে লাগিলা।।১৩৭।।
কেহ বোনে' নাহি—দৈবে হইয়াছে শাক।
তাহা তুলি' আনিয়া করিলা এক পাক।।১৩৮।।
তেতুঁল বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল।
তাহা আনি' বাটি তায় দিলা লোণজল।।১৩৯।।
তা'র এক ব্যঞ্জন করিলা অম্ল-নাম।
রন্ধন করিলা গদাধর ভাগ্যবান্।।১৪০।।

গদাধর-কৃর্তক গোপীনাথের অগ্রে ভোগ-প্রদান—

গোপীনাথ-অগ্রে নিঞা ভোগ লাগাইলা।
হেনকালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা।।১৪১।।

গৌরচন্দ্রের আগমন ও ভক্তের নিমন্ত্রণে প্রীতি-জ্ঞাপন—

প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী।।১৪২।।
'গদাধর, গদাধর', ডাকে গৌরচন্দ্র।
সম্ভ্রমে গদাধর বন্দে পদদ্বন্দ্ব।।১৪৩।।
হাসিয়া বলেন প্রভু,—"কেন গদাধর!
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর? ১৪৪।।
আমি ত' তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই।
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি লই।।১৪৫।।
নিত্যানন্দ-দ্রব্য, গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন—মোর ইথে আছে ভাগ।।"১৪৬।।
কৃপা-বাক্য শুনি' নিত্যানন্দ, গদাধর।
মগ্ন হইলেন সুখ-সাগর-ভিতর।।১৪৭।।

গৌরচন্দ্রের অগ্রে প্রসাদ-স্থাপন—

সন্তোষে প্রসাদ আনি' দেব-গদাধর।
থুইলেন গৌরচন্দ্রপ্রভুর গোচর।।১৪৮।।

মহাপ্রভুর প্রসাদান্ন-বন্দনা—

সর্বটোটা ব্যাপিলেক অন্নের সৌগন্ধে।
ভক্তি করি' প্রভু পুনঃ পুনঃ অন্ন বন্দে।।১৪৯।।
প্রভু বলে,—"তিন ভাগ সমান করিয়া।
ভুঞ্জিব প্রসাদ-অন্ন একত্র বসিয়া।।"১৫০।।
নিত্যানন্দস্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে।।১৫১।।

শ্রীগদাধরপণ্ডিতের সেবিত শ্রীগোপীনাথবিগ্রহ আজও শ্রীক্ষেত্রে টোটায় বর্তমান। পুরুষোত্তম শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সমুদ্র বালুকোপরি যমেশ্বরটোটা বা বাগান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫শ পঃ ১৮৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।১১৪।।

টোটা—উদ্যান, উপবন।।১৩৭।।

দুই প্রভু ভোজন করেন দুই পাশে।
সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন-ব্যঞ্জন প্রশংসে।।১৫২।।
প্রভু বলে,—"এ অন্নের গন্ধেও সর্বথা।
কৃষ্ণভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা।।১৫৩।।

গদাধরের পাক-প্রশংসা—

গদাধর, কি তোমার মনোহর পাক।
আমি ত' এমত কভু নাহি খাই শাক।।১৫৪।।
গদাধর, কি তোমার বিচিত্র রন্ধন।
তেঁতুলপত্রের কর এমত ব্যঞ্জন।।১৫৫।।
বুঝিলাঙ বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি।
তবে আর আপনাকে লুকাও বা কেনি।।"১৫৬।।
এই মত সন্তোষেতে হাস্য-পরিহাসে।
ভোজন করেন তিন প্রভু প্রেমরসে।।১৫৭।।
এ-তিন-জনের প্রীতি এ তিনে সে জানে।
গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কা'রো স্থানে।।১৫৮।।

ভক্তগণের অবশেষ-পাত্র লুণ্ঠন—

কতক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন।
চলিলেন, পাত্র লুট কৈল ভক্তগণ।।১৫৯।।

গদাধর-ভবনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আনন্দ-ভোজন-সংবাদ শ্রবণ ও পাঠের ফলে কৃষ্ণভক্তি লাভ—

এ আনন্দ-ভোজন যে পড়ে বা শুনে।
কৃষ্ণভক্তি হয়, কৃষ্ণ পায় সেই জনে।।১৬০।।
গদাধর শুভদৃষ্টি করেন যাহারে।
সে-জানিতে পারে নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে।।১৬১।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপো যাহারে প্রীত মনে।
লওয়ায়েন গদাধর জানে সে-ই জনে।।১৬২।।
হেনমতে নিত্যানন্দপ্রভু নীলাচলে।
বিহরেন গৌরচন্দ্র-সঙ্গে কুতূহলে।।১৬৩।।

নীলাচলে গৌর-গদাধর ও নিত্যানন্দের একত্র বসতি—

তিনজন একত্র থাকেন নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর।।১৬৪।।
জগন্নাথো একত্র দেখেন তিন জনে।
আনন্দে বিহ্বল সবে মাত্র সংকীর্নে।।১৬৫।।

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।১৬৬।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে গদাধর-কাননবিলাস-বর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

লোণজন----লবণাক্তজল।।১৩৯।।

শ্রীবার্ষভানবী কৃষ্ণের জন্য পাক করিয়া থাকেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীগোপীনাথের নৈবেদ্যপাকে নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার স্বরূপ বুঝিয়া বৈকুণ্ঠের রন্ধনকারী বলিয়া তাঁহাকে স্থিরনির্ণয় করিলেন।।১৫৬।।

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।